EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহযোগিতায় এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধ কর্মশালা

ঢাকা, ৭ই অক্টোবর -- যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে আজ ঢাকায় 'এইচআইভি/এইড্স' প্রতিরোধ বিষয়ে দুই দিনের এক কর্মশালা শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ডা. আ.ফ.ম. রুহুল হক এবং যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)-এর মিশন পরিচালক ডেনিস রলিন্স এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। 'ফ্যামিলি হেল্থ ইন্টারন্যাশনাল' আয়োজিত এই কর্মশালায় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও এবং দাতা সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণ করছে। এসব কর্মকর্তা ও সংস্থা 'এইচআইভি/এইড্স'-এর জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন শিরায় মাদক গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে থাকে। এই কর্মশালা অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তারা এখানে বাংলাদেশের জাতীয় 'এইচআইভি/এইড্স' কর্মসূচির উত্তম অনুশীলনসমূহ ও সেখান থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও আলোচনা করতে পারবে। 'ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার "বাংলাদেশ এইডস প্রকল্প" বা "বিএপি"-র মাধ্যমে বাংলাদেশে 'এইচআইভি/এইড্স' রোগের ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধকল্পে ২০০৫ সাল থেকে দুই কোটি ডলারেরও বেশি প্রদান করেছে। "মধুমিতা" নামে আরো একটি 'এইচআইভি/এইড্স' প্রকল্প এ বছর নভেম্বরে শুরু হচ্ছে। এই প্রকল্পটি বানিজ্যিক যৌনকর্মী ও শিরায় মাদক গ্রহণকারীদেরসহ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় 'এইচআইভি' সংক্রমণের হার কম হওয়া সত্ত্বেও শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের মত সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সংক্রমণের হার বেড়ে চলেছে। একটি সাম্প্রতিক উপাত্তে দেখা যায়, ঢাকা শহরের একটি এলাকায় শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমনের হার দাঁড়িয়েছে ১০.৫ শতাংশ। অপরদিকে দেশের অবশিষ্ট অংশে শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এই সংক্রমণের হার ৭ শতাংশ। 'ইউএসএআইডি' মিশন পরিচালক বাংলাদেশে 'এইচআইভি'র ক্রমশ বিস্তার প্রতিরোধে সরকার, দাতা সংস্থা এবং এনজিওদের একত্রে কাজ করার আবশ্যকীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

'ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের মানুষ বিশেষত হত-দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। 'ইউএসএআইডি' বাংলাদেশে পাঁচটি বৃহত্তর পরিসরে কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, সুশাসনে সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সহায়তা প্রদান। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত ৫শ' কোটি ডলারেরও বেশি প্রদান করেছে। ২০০৯ সালে 'ইউএসএআইডি'র পরিকল্পিত সহায়তার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১৭ কোটি ২০ লাখ ডলার।

==========

জিআর/ ২০০৯

দ্রষ্টব্য: *এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *যোগাযোগ করুন।*